2

দৈনিক বাংলা

তারিখ 09 JUL 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

বেশী ফেলের কারণ সম্পর্কে

শিক্ষকদের অভিমত

পাস করতে হলে শিক্ষার্থীদের এখন পড়ার টেবিলে ফিরতে হবে

যশোর ব্যুরো ঃ ১৯৯৫ সালের তুলনায় এবার যশোর শিক্ষা-বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় পাসের হার অনেক কম। সেবার ৭০ দশমিক ৭৪ শতাংশ পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এবার উত্তীর্ণের হার ৪৩ দশমিক ৯৯ শতাংশ। অর্থাৎ গতবারের চেয়ে ২৬ দশমিক ৭৫ শতাংশ পরীক্ষার্থী কম উত্তীর্ণ হয়েছে।

কেন এবার পাসের হার কম? এর প্রতিক্রিয়াই বা কি? এব্যাপারে শিক্ষক ও অভিভাবকদের সাথে কথা বললে তারা এসম্পর্কে দৈনিক বাংলাকে তাদের বক্তব্য জানান। ১৯৯৫ সালে রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক এই দুই প্রশ্নমালার ভিত্তিতে পরীক্ষা হয়, এবারকার মতই। কিন্তু সেবার রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক দুটি [illegible] সমষ্টি ছিল [illegible] নিয়ামক [illegible] হয়েছে। রচনামূলক [illegible] এই একজন পরীক্ষার্থী [illegible] পাস করতে হবে। তাছাড়া এবার শিক্ষা বোর্ডগুলির প্রশ্নমালা ছিল অভিন্ন। একারণে পাসের হার কম।

অভিভাবকদের অনেকেই ফলাফলে অখুশী। আবার কেউ কেউ তৃপ্ত এ কারণে যে ছাত্রছাত্রীদের পড়ার টেবিলে ফিরতে হচ্ছে। শিক্ষকদের অধিকাংশই খুশী। তাদের মতে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নমালা যা কোন ক্রমেই একজন শিক্ষার্থীর মেধা যাচাইয়ে পরিমাপক হতে পারে না। অথচ এতদিন ওই টিক দেয়া সর্বস্ব উত্তরপত্র ফলাফল ও পাসের ক্ষেত্রে নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছে। এখন শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা ছাড়া আর বিকল্প পথ খোলা থাকল না।

এবার যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীন ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ মেধা তালিকা বিচারে বরিশাল ক্যাডেট কলেজকে পিছনে ফেলে দিয়েছে। বিজ্ঞান গ্রুপের ২৩টি স্থান অধিকারী ৩১ জনের ১৫ জন ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের। বরিশাল ক্যাডেট কলেজের ৯ জন। ১৯৯৫ সালে ৩৭ জনের ২০টি স্থান। ১৩টি ছিল বরিশাল ও ৮টি ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের। এবার প্রথম থেকে তিন পর্যন্ত স্থানও গেছে ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের দখলে।